সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, দমন ও চাপ

বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটরের ‘সেফটি ট্র্যাকার’ মাসিক প্রতিবেদন

পর্যবেক্ষণকাল : জুন ২০২৬



২৭ টি

সহিংসতা ও
হামলার ঘটনা



৩৬ জন

বিভিন্নভাবে
ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিক

বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটর: জুন ২০২৬-এর সাংবাদিকদের সেইফটি ট্র্যাকার রিপোর্ট

বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটর ‘সেফটি ট্র্যাকার’ এর নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৬ সালের জুন মাসে দেশজুড়ে সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা, শারীরিক আক্রমণ, আইনি হয়রানি এবং অন্যান্য সহিংস ঘটনাবলী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই প্রতিবেদনটি একটি বস্তুনিষ্ঠ দলিল হিসেবে কাজ করে, যেখানে প্রতিটি ঘটনার প্রেক্ষাপট, কারণ এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় জুন মাসেও দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে সাংবাদিকদের কাজের পরিবেশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটরের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুন মাসে মোট ২৭টি পৃথক ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। এসব ঘটনায় সর্বমোট ৩৬ জন সাংবাদিক এবং সংবাদকর্মী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক আটক, মামলা দায়ের, জিজ্ঞাসাবাদ এবং ব্যক্তিগত ডিভাইস জব্দ করার মতো ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা এবং বিভাগীয় শহরগুলোর বাইরে জেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা এক প্রকার জীবনবাজি রাখার মতো বিষয়ে পরিণত হয়েছে। নিম্নোক্ত সারণীতে এপ্রিল মাসের সহিংসতার একটি সাধারণ পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

১. হামলার প্রকৃতি এবং গুণগত বিভাজন

জুন মাসে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধগুলোকে প্রধানত চারটি সুনির্দিষ্ট ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়। এই অপরাধগুলোর বিন্যাস ও আক্রান্ত সাংবাদিকদের সংখ্যাভিত্তিক অনুপাত নিচের সারণিতে প্রদর্শিত হলো:

হামলার প্রকৃতি	ঘটনার সংখ্যা	আক্রান্ত সাংবাদিকের সংখ্যা	শতাংশ (%)
সরাসরি শারীরিক হামলা ও মারাত্মক জখম (Physical Assault)	১৩	১৯	৪৮.১৫%
আইনি হয়রানি, মিথ্যা মামলা ও গ্রেফতার (Judicial Harassment)	৪	৭	১৪.৮১%
অপহরণ, জিম্মি ও বেআইনি আটক (Abduction & Confinement)	২	২	৭.৪১%
প্রাণনাশের হুমকি, মৌখিক গালাগাল ও ডিজিটাল হেনস্তা (Threats & Intimidation)	৮	৮	২৯.৬৩%
সর্বমোট	**২৭**	**৩৬**	**১০০%**

বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোট আক্রান্তদের একটি বড় অংশ অর্থাৎ প্রায় ৫০ শতাংশই শারীরিক হামলার শিকার হয়েছেন। মুন্সীগঞ্জে প্রথম আলোর ফটোসাংবাদিক কবির হোসেনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনা এবং ঝিনাইদহে কালবেলার সাংবাদিক সবুজ শাহরিয়ারকে লোহার রড ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জখম করার ঘটনা মাঠপর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য জীবননাশের হুমকি তৈরি করেছে। এছাড়া কুষ্টিয়ায় নির্মাণকাজের অনিয়ম ঢাকতে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা এবং পটুয়াখালী ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে দুর্নীতির খবর সংগ্রহকালে সাংবাদিকদের অবরুদ্ধ করে ছুরি দিয়ে আঘাত করার ঘটনাগুলো জুন মাসে সংঘটিত সাংবাদিক সহিংসতার উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আইনি হয়রানি ও গ্রেফতারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র বা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সরাসরি পুলিশ ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে সাংবাদিকদের রুদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। যশোরে বিডিনিউজ২৪-এর সাংবাদিক মোহাম্মদ আসাদুজামানকে নামের মিল থাকার অজুহাতে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করার ঘটনা এবং নির্যাতনের শিকার সাংবাদিক দানিসুর রহমান লিমনকে উল্টো অপহরণকারীদের দায়ের করা মিথ্যা মামলায় পুলিশ কর্তৃক জেলে পাঠানোর ঘটনা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের আইনি কাঠামোর অপব্যবহারের রূপ দৃশ্যমান করে।

২. সর্বাধিক হামলার শিকার সংবাদমাধ্যমসমূহ

জুন ২০২৬-এর সামগ্রিক পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব সংবাদমাধ্যম অগ্রগণ্য ছিলো, তারাই স্থানীয় স্তরে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি আক্রোশের শিকার হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের নাম	আক্রান্ত সাংবাদিকের সংখ্যা	সহিংসতার ধরণ ও সংশ্লিষ্ট ঘটনার কারণ
দৈনিক অগ্রযাত্রা প্রতিদিন	৫	স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের সংবাদ প্রকাশের জেরে ফৌজদারি মানহানি ও সাইবার মামলা দায়ের এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদককে মধ্যরাতে ডিবি পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার।
দৈনিক কালবেলা	২	প্রতিনিধি সবুজ শাহরিয়ারের ওপর হাতুড়ি হামলা এবং কুলাউড়ায় রাজনৈতিক দলের নিউজ কাভার করতে গিয়ে স্থানীয় সাংবাদিকদের দ্বারা রোমেল আহমেদের ওপর যৌথ আক্রমণ।
বাংলা টিভি	২	পটিয়া প্রেস ক্লাবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসীদের দ্বারা আবেদুজ্জামান আমীরিকে মারধর এবং বেনাপোলে কাগজেরপুকুর বাজারে আরিফুল ইসলাম সেন্টুর ওপর পরিকল্পিত প্রাণঘাতী হামলা।
এশিয়া পোস্ট	২	পটুয়াখালী হাসপাতালে দুর্নীতির সংবাদ সংগ্রহকালে রাতিবুল ইসলাম টনুকে অবরুদ্ধ করে ছুরিকাঘাত এবং বিএফডিসিতে হুমায়রা সিদ্দিকাকে প্রাণনাশের হুমকি।
বাংলাদেশ নিউজ	২	চাঁদপুরে আবাসিক হোটেলের অনৈতিক ব্যবসা ফাঁসের জেরে মহিউদ্দিন আল আজাদকে প্রেস ক্লাব থেকে অপহরণ এবং মোংলায় মাদক কারবারিদের দ্বারা দিদার উল আলম বিজয়কে ডিজিটাল হুমকি।

সংবাদমাধ্যমের এই বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ‘দৈনিক অগ্রযাত্রা প্রতিদিন’ পত্রিকাটিকে সর্বাধিক প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি খড়্গের মুখোমুখি হতে হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের পর পত্রিকাটির সম্পাদক মেহেদী হাসানসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় এবং পরবর্তীতে অ্যাক্টিং এডিটর রেজানুর ইসলামকে মধ্যরাতে গাজীপুর থেকে ডিবি পুলিশ গ্রেফতার করে।

৩. ক্যাম্পাস সাংবাদিকতায় সাংবাদিকদের উপর দমনপীড়ন

২০২৬ সালের জুন মাসের প্রতিবেদনেও উদ্বেগজনক অধ্যায় হিসেবে উঠে এসেছে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাংবাদিকদের ওপর সংঘটিত হামলা। ক্যাম্পাস সাংবাদিকরা যখন ছাত্র রাজনীতির অভ্যন্তরীণ কোন্দল, অনিয়ম বা সংঘর্ষের সংবাদ সংগ্রহ করতে যান, তখন তারা সরাসরি রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর আক্রোশের মুখোমুখি হন। জুন ১৮, ২০২৬ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) মার্কেটিং বিভাগের সিনিয়র শিক্ষার্থীদের দ্বারা র‍্যাগিংয়ের ঘটনা ভিডিও ক্যামেরা ও মুঠোফোনে ধারণ করার কারণে তিনজন সাংবাদিক হামলার শিকার হন। আক্রান্ত ক্যাম্পাস সাংবাদিকরা হলেন, মারুফ হোসাইন মিশন, জুবায়ের জিশান এবং আবু বকর অনিক। ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মাহবুবুর রহমান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর বোরাক আলী প্রক্টরের কার্যালয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, হামলাকারী শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে সাংবাদিকদের ওপর উপর্যুপরি লাথি ও ঘুষি মারতে থাকে। হামলাকারীরা সাংবাদিকদের কেবল শারীরিক নির্যাতনই করেনি, বরং ধারণকৃত ভিডিও ফুটেজ মুছে ফেলার জন্য প্রাণনাশের হুমকি দেয় এবং জোরপূর্বক মোবাইল ফোন স্লাইডিং করার চেষ্টা করে ।

৪. আঞ্চলিক সাংবাদিকতা ও জেলাভিত্তিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ

২০২৬ সালের জুন মাসের প্রতিবেদনে ঢাকা বা চট্টগ্রামের মতো প্রধান মহানগরের তুলনায় প্রান্তিক বা আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মরত সাংবাদিকদের জীবনের ঝুঁকি বেশি বলে প্রতীয়মান হয়। আঞ্চলিক সাংবাদিকরা প্রত্যন্ত এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা আইনি সুরক্ষা ছাড়াই কাজ করে থাকেন।

আঞ্চলিক সহিংসতার স্থানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিজস্ব এলাকার ভেতরেই সাংবাদিকদের নিরাপত্তা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, গাজীপুরের ব্যস্ত চৌরাস্তা পুলিশ বক্সের ভেতরে ঢুকে সাংবাদিক হোসেন আলী বাবুকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করার ঘটনা এবং কক্সবাজার এসপি অফিসের সামনে সাংবাদিক মিজানুর রহমানকে মারধর ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এর পাশাপাশি, পুলিশ প্রশাসনের নিজস্ব বৈরি ভূমিকাও আঞ্চলিক সাংবাদিকদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলছে। বরিশালের বাকেরগঞ্জে সাংবাদিক দানিসুর রহমান লিমনকে অপহরণ ও ১২ ঘণ্টা আটকে রেখে নির্যাতন করার পর উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশ উল্টো নির্যাতনকারীদের দায়ের করা মামলায় তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়।

৫. জুন ২০২৬-এ সাংবাদিকদের আক্রান্ত হওয়ার জেলাভিত্তিক তালিকা

জুন ২০২৬-এ সারা দেশে সাংবাদিকদের ওপর সংঘটিত সহিংসতার স্থানিক বা ভৌগোলিক বিন্যাস সুনির্দিষ্টভাবে বোঝার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জেলাভিত্তিক তালিকা নিম্নে প্রস্তুত করা হলো :

জেলা	আক্রান্ত সাংবাদিকের সংখ্যা	ঘটনার প্রকৃতি ও সংশ্লিষ্ট বিবরণ
ঢাকা	৭	আদালত প্রাঙ্গণে নারী সাংবাদিকের ওপর হামলা, কেরানীগঞ্জে সাংবাদিকের বাড়ি আক্রমণ ও পরিবারকে মারধর, ধানমন্ডিতে সমাবেশ শেষে মারধর, বিএফডিসিতে মৌখিক হেনস্তা, এবং ঢাকা স্ট্রিমের আল-কায়েদা রিপোর্ট কেন্দ্রিক প্রাণনাশের হুমকি।
বগুড়া	৫	প্রতিমন্ত্রীর দুর্নীতি ফাঁসের জেরে ফৌজদারি মানহানি ও সাইবার মামলা এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রেজানুর ইসলামকে ডিবি কর্তৃক গ্রেফতার।
রাজশাহী	৩	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের ফুটেজ ধারণ করায় মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র নামধারী ক্যাডারদের দ্বারা প্রক্টরের উপস্থিতিতেই শারীরিক হামলা।
চট্টগ্রাম	৩	পটিয়া প্রেস ক্লাবে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও জিম্মি করে সাংবাদিক মারধর, অবৈধ ক্লিনিক চালুর সংবাদ সংগ্রহকালে কলার চেপে হুমকি, ফটিকছড়িতে যুবদল নেতার প্রকাশ্যে হামলা।
যশোর	৩	বেনাপোলে পুলিশের ভুল পরিচয়ে বিশেষ ক্ষমতা আইনে হয়রানিমূলক গ্রেফতার, কাগজেরপুকুর বাজারে দিনদুপুরে কুপিয়ে হত্যাচেষ্টা, এবং কেশবপুর মাদ্রাসায় সংবাদ সংগ্রহকালে মারধর ও ফোন ভাঙচুর।
পটুয়াখালী	৩	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে দুর্নীতির খোঁজ নিতে গিয়ে হিসাবরক্ষক ও কর্মচারীদের দ্বারা অবরুদ্ধ, ছুরিকাঘাত ও জিম্মি করা; মির্জাগঞ্জে অনুসন্ধানী

		রিপোর্টের জেরে ফোনে প্রাণনাশের
কুষ্টিয়া	২	নির্মাণাধীন ভবনে অনিয়মের ছবি তুলতে গেলে ১০-১২ জন সন্ত্রাসী কর্তৃক দেশীয় অস্ত্র দিয়ে হামলা ও মাথায় রক্তাক্ত জখম।
বাগেরহাট	২	কচুয়ায় বিএনপি উপজেলা সভাপতি কর্তৃক ফোনে অশ্রাব্য গালিগালাজ ও হুমকি; মোংলায় ইয়াবা চোরাচালান সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করায় ফেসবুকে প্রাণনাশের হুমকি।
মুন্সীগঞ্জ	১	সিরাজদিখানে বিএনপি ওয়ার্ড সভাপতি জাহাঙ্গীর মাদবরের নেতৃত্বে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা ও তার ভাইকে মারধর।
ঝিনাইদহ	১	হরিনাকুণ্ডুতে বাড়ি ফেরার পথে স্থানীয় সন্ত্রাসীদের দ্বারা রড ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মারাত্মক হাড় ভাঙা জখম করা।
গাজীপুর	১	ব্যস্ত চৌরাস্তা police বক্সের অভ্যন্তরে পুলিশ সদস্যদের সামনেই পিটিয়ে গুরুতর আহত করা।
বরিশাল	১	চায়ের আমন্ত্রণে ডেকে নিয়ে ১২ ঘণ্টা আটকে রেখে নির্যাতন এবং পরবর্তীতে মিথ্যা শ্লীলতাহানি মামলায় জেলে পাঠানো।
চাঁদপুর	১	প্রেস ক্লাব থেকে অপহরণ করে হোটেলে আটকে রেখে নির্যাতন।
কক্সবাজার	১	জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে প্রকাশ্যে লাঠিসোটা দিয়ে মারধর এবং নগদ টাকা ছিনতাই।
সিরাজগঞ্জ	১	হুইলচেয়ার বিতরণ কর্মসূচির অনিয়ম নিয়ে রিপোর্ট করার পর আইনি মামলা ও হয়রানির সরাসরি হুমকি।

মৌলভীবাজার	১	কুলাউড়ায় সংবাদ কাভারকালে স্থানীয় সাংবাদিকদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরে ডেকে নিয়ে দলবদ্ধ মারধর।

৬. আক্রান্ত সাংবাদিকদের জেন্ডারভিত্তিক বিশ্লেষণ

জুন ২০২৬-এ আক্রান্ত সাংবাদিকদের লিঙ্গভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জুন মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে আক্রান্ত সাংবাদিকদের মধ্যে **নারী** সাংবাদিকের সংখ্যা **২ জন (৫.৫৬%)** এবং **পুরুষ** সাংবাদিকের সংখ্যা **৩৪ জন (৯৪.৪৪%)**।

তৃণমূল পর্যায়ে তথা মাঠপর্যায়ের সংবাদ সংগ্রহে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও পুরুষের তুলনায় কম হওয়ায় শতাংশের বিচারে নারী সাংবাদিকদের আক্রান্তের হার কম মনে হতে পারে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধগুলোর গুণগত দিক বিশ্লেষণ করলে অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় লক্ষ্য করা যায় :

- **প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা ও যৌন অবমাননা:** ঢাকা আদালত প্রাঙ্গণে ধর্ষণের মামলার রায় কাভার করার সময় 'রাজনীতি ডটকম'-এর মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার শিউলী বাহারের ওপর শারীরিক ও মৌখিক হামলা চালানো হয়। হামলাকারী জুবায়ের আলম তাকে বারবার ধাক্কা দেয়, অশালীন ভাষায় গালাগাল করে এবং জোরপূর্বক তার বুম ও মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলেন।
- **কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তহীনতা:** বিএফডিসির মতো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানে চলচ্চিত্রের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে এশিয়া পোস্টের হুমায়রা সিদ্দিকা নামক নারী সাংবাদিক স্টান্ট ডিরেক্টরের গালিগালাজ ও সরাসরি শারীরিক আঘাতের হুমকির সম্মুখীন হন।

নারী সাংবাদিকদের কেবল তাদের প্রতিবেদনের কারণেই নয়, বরং তাদের জেন্ডারভিত্তিক পরিচয়ের দুর্বলতাকে পুঁজি করে প্রকাশ্য স্থানে হেনস্তা করা হয়, যা নারীদের জন্য মুক্ত সাংবাদিকতার পরিবেশ তৈরিতে বড় অন্তরায়।

৭. আক্রমণকারীদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা

জুন ২০২৬-এর ঘটনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আক্রমণকারীদের পরিচয় এবং তাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার মাত্রা নির্ধারণ করা। এই বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, ক্ষমতার পালাবদলের কারণে স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীদের আচরণ মারমুখী ও আগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে।

রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার প্রকৃতি	ঘটনার সংখ্যা	শতাংশ (%)	সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল/পক্ষ
সরাসরি রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাযুক্ত ঘটনা	৭	২৫.৯৩%	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (BNP), যুবদল, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ক্ষমতাসীন মন্ত্রী।
সরাসরি রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাহীন ঘটনা	২০	৭৪.০৭%	স্থানীয় মাফিয়া, মাদক সিন্ডিকেট, দুর্নীতিবাজ হাসপাতাল কর্মকর্তা, ভূমির মালিক ও বেপরোয়া ছাত্র সমাজ।
সর্বমোট	**২৭**	**১০০%**	-

রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকা ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের (ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ নতুন সরকারের আগমন) পর তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী ও সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা সাংবাদিকদের হুমকি দিতে দ্বিধাবোধ করছেন না । উদাহরণস্বরূপ, মুন্সীগঞ্জে হামলাকারী দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন একটি ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর মাদবর। বাগেরহাটের কচুয়ায় খবরের কাগজের প্রতিনিধিকে হুমকি দিয়েছেন কচুয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি সরদার জাহিদ। ফটিকছড়িতে যুবদল নেতা আহমেদ রশীদ চৌধুরী প্রকাশ্যে সাংবাদিকের কলার চেপে ধরে প্রতিবেদন মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া ধানমন্ডিতে জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ মিছিল শেষে সাংবাদিকদের ওপর দলের কর্মীরা হামলা চালিয়েছে। অন্যান্য ২০টি ঘটনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা সরাসরি না থাকলেও সেখানে কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, সরকারি কর্মকর্তা (যেমন পটুয়াখালী হাসপাতালের হিসাবরক্ষক), মাদক ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় বখাটেদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

৮. উপসংহার

নতুন সরকার পূর্ববর্তী ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (DSA) বা সাইবার নিরাপত্তা আইন (CSA) বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিলেও, পরবর্তীতে প্রণীত 'সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬' (Cyber Protection Act, 2026) কার্যত আগের আইনগুলোর নিপীড়নমূলক চরিত্রকেই ধরে রেখেছে। এই আইনের অস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং দুর্বল বিচারিক তদারকির কারণে সাংবাদিকদের ওপর পুনরায় আইনি নিপীড়ন শুরু হয়েছে। সাংবাদিকদের শারীরিক মারধরের পাশাপাশি তাদের তথ্য সংগ্রহের প্রধান ডিজিটাল মাধ্যম 'স্মার্টফোন' বা 'ক্যামেরা' ধ্বংস করার একটি নিয়মিত ঝোঁক অপরাধীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যশোর, পটুয়াখালী, এবং ঢাকা কোর্ট প্রাঙ্গণে হামলার ঘটনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই আক্রমণকারীরা সাংবাদিকদের মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়েছে এবং ভেঙে ফেলেছে। মোবাইল জার্নালিজম (MoJo) বা ডিজিটাল মিডিয়া যুগে স্মার্টফোন ধ্বংস করা কেবল আর্থিক ক্ষতি নয়, বরং যেকোনো অপরাধের ডিজিটাল প্রমাণ সম্পূর্ণ মুছে ফেলার চেষ্টা।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিলম্বিত তদন্ত এবং রাজনৈতিক প্রভাবে সাংবাদিকদের ওপর হামলাকারীদের বিচার না হওয়া একটি দায়মুক্তির পরিবেশ তৈরি করেছে। জুন মাসের সেইফটি ট্র্যাকার রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, অধিকাংশ

ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি বা অভিযোগ দায়েরের পরও অপরাধীদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। এই দীর্ঘমেয়াদী দায়মুক্তি ও আইনি অনিশ্চয়তা সংবাদকক্ষগুলোতে এক ধরণের তীব্র স্ব-সেন্সরশিপের পরিবেশ তৈরি করছে, যা দেশের সার্বিক গণতন্ত্রের জন্য একটি বড় হুমকি।

(প্রতিবেদনটি বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটর কর্তৃক এপ্রিল ২০২৬-এর সকল প্রাপ্ত তথ্য ও গবেষণার ভিত্তিতে প্রণীত।)